সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
গোলাম মোর্তোজা

সিনিয়র প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
জব্বার হোসেন
প্রতিবেদক
রুহুল তাপস, সাজেদুর রহমান
হাসান মূর্তাজা, খোন্দকার তাজউদ্দিন
সহযোগী প্রতিবেদক
জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল
খোন্দকার তানভীর জামিল

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
আলোকচিত্রী
সালাহ উদ্দিন টিটো

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, ফাহিম হুসাইন
মহিউদ্দিন নিলয়, মাi'ফ রনি, হাসান জামান
জুটন চৌধুরী, আরাফাতুল ইসলাম, সাজিয়া আফরিন

প্রতিনিধি
সুমি খান চট্টগ্রাম
মামুন রহমান যশোর
বিদেশ প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক কানাডা
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল হলিউড
আকবর হায়দার কিরণ নিউইয়র্ক
নাসিম আহমেদ ওয়াশিংটন
নাজমুন নেসা পিয়ারী বার্লিন
কাজী ইনসান টোকিও

প্রযুক্তি বিভাগ প্রধান
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
প্রধান গ্রাফিক ডিজাইনার
নূরুল কবীর
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব, সোহেল রানা রিপন
আনোয়ার মজুমদার

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ ৯৩৫০৯৫১ - ৩
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ ৯৩৪৯৪৫৯
ফ্যাক্স ঃ ৯৩৫০৯৫৪
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে
মাহফুজ আনাম কর্তৃক প্রকাশিত ও
ট্রান্সক্রাফট লিঃ, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক
২000

8 el 13 msL¨v 5 AvM÷ 2005

সরকারি আশীর্বাদপুষ্টরা অপরাধ করেও অপরাধী হন না। এর প্রমাণ আগেও অনেকবার জনগণ পেয়েছে। কিন্তু ফাঁসির দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামির সাজা মওকুফ, তাও রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরে? রাজনৈতিক নেতারা পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতিস্বরূপ আখের গোছান এটা আমাদের জানা। মন্ত্রীদের গোমরও ক্রমে ফাঁস হচ্ছে। সেই সুবাদেই নাইকোর প্রাক্তন আইন উপদেষ্টা, বর্তমানে মাননীয় আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদের আইনি খেলায় ফাঁসির দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামি মহিউদ্দিন ঝিন্টুর মুক্তিপ্রাপ্তির ঘটনাও ফাঁস হয়েছে। ঝিন্টু ঢাকা মহানগর যুবদলের প্রতিষ্ঠাতা সহসভাপতি ও বর্তমানে বিএনপির সুইডেন শাখার সভাপতি। স্রেফ এই যোগ্যতায় ফাঁসির দণ্ডাদেশ মওকুফ করা হয়! কিন্তু সরকারের উপরমহলের আশীর্বাদে এবং দলবদলকারী আইনমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় সেটাই ঘটেছে। তবুও আইনমন্ত্রী সাফাই গাইছেন আসামির পক্ষে।

জনগণ অনেক আশা-ভরসায় যাদের মন্ত্রী করেছেন তারা আজ বিতর্কিত। দেশের প্রধানমন্ত্রীও যখন দলীয় স্বার্থ দেখেন, তখন জনগণের শেষ সম্বল রাষ্ট্রপতি। কারণ তিনিই দেশের মুকুট। সেই মুকুটও যদি বিতর্কিত হয়, তবে দেশের মানুষ যাবে কোথায়? তবে কি সত্যিই সবকিছু চলে যাবে অপরাধীদের দখলে!

ইদানীং ৪ বছর পর পর 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' শব্দটা আমাদের স্বাভাবিক কথনে চলে আসে। মূলত আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাস থেকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উৎপত্তি। সেই সঙ্গে এবার যুক্ত হয়েছে 'নির্বাচন সংস্কার রূপরেখা'। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য এর আদৌ দরকার আছে কি না বা থাকলেও সেই রূপরেখাটা কেমন তাই নিয়ে গরম বচসা চলছে চায়ের টেবিলে কিংবা রাজনৈতিক বৈঠকে।

c"Q` : **iwdKb bex**